পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ২৯টি সাবস্টেশন তৈরীর পরিকল্পনাঃ শোভন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ শেষ হয়েছে। যদিওবা কয়েকটি জায়গায় বাকি আছে তার কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে বলে জানিয়ে দিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে ট্রেড ইউনিয়নের একসভায় এসে একথা বলেন, রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন করে ২৯টি সাবস্টেশন তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব স্টেশনগুলির কাজ সম্পন্ন হলে বিদ্যুৎ নিয়ে আর কোনরকম অভিযোগ থাকবে না গ্রাহকদের। লোডশেডিংয়ের হাত থেকেও রেহাই পাবেন গ্রাহকরা। এছাড়াও এদিন তিনি বলেন, রাজ্যজুড়ে মাটির তলা দিয়ে বিদ্যুতায়ন করা হবে। রাজ্য জুড়ে আরও ২২৫ টি নতুন সাবস্টেশন তৈরী করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন,

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ শহরে ও বোলপুরের মাটির তলা দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ শেষ হয়েছে। এই ধরনের সংযোগ হলে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিপর্যয় অনেকটাই মেটানো সম্ভব হবে এবং গ্রাহকদের মধ্যে বিদ্যুৎ নিয়ে কোনওরকম অভিযোগ থাকবে না। ঝড়-বৃষ্টির তান্ডবে বিদ্যুৎ সংযোগের যে বিপর্যয় ঘটে, তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সভায় মুকুল রায় সম্পর্কে তিনি বলেন, সমুদ্র থেকে একঘটি জল তুললে সমুদ্রের যেমন কিছু যায় আসে না, মুকুল রায় দল ছেড়ে গেলেও তৃণমূলের কোন ক্ষতি হবে না বলে তিনি জানিয়ে দেন। তিনি উল্লেখ করে বলেন, এরকমভাবেই অজয় মুখার্জী, প্রণব মুখার্জী কংগ্রেস ছেড়ে দেওয়ার পরে তাদের আর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এটা একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে তিনি জানিয়ে দেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়নের কাজ চলছে। দিনের পর দিন তৃণমূলের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। আজ রাজ্যের কন্যাশ্রী বিশ্বসেরা এই স্বীকৃতি পেয়েছে। যুবশ্রী, সবুজসাথী প্রকল্পে গ্রাম বাংলার ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হয়েছেন। উন্নয়নের নজির সৃষ্টি হয়েছে এই বাংলায়। তাই বিরোধীরাও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তাদের অস্তিত্ব ভবিষ্যতে থাকবে না ভেবে।

আধার পেল অস্টিওপোরোসিস রোগী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ দেখলে মনে হয় বয়স বড়জোড় চার। কিন্তু আসলে তার বয়স চব্বিশ বছর। এমন চেহারা নিয়েই আধার কার্ড করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন পুরুলিয়ার গাড়াফুসড়োর সঞ্জীব মাহাতো। দুরারোগ্য অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত সঞ্জীব নিজে হাঁটাচলা করতে পারেন না। বর্তমান সময়ে আধার কার্ড অত্যন্ত জরুরী। তাই পরিবারের সদস্যরা পুরুলিয়া শহরে নিয়ে এসে তাঁর আধার কার্ড করানোর জন্য সচেষ্ট হন। দু'বার চেষ্টা করে তাঁরা বিফল হন। বাধ্য হয়ে তাঁরা যোগাযোগ করেন আধার কর্তৃপক্ষের সাথে। এখন পর্যন্ত আধারের হেড অফিস রাঁচি রিজিওনাল থেকে কর্তারা এসে তাঁর হাতে তুলে দেন আধার কার্ড। মঙ্গলবার পুরুলিয়া জেলা পরিষদ প্রেক্ষাগৃহে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্জীবের হাতে আধার কার্ড তুলে দেন ইউ আই ডি এ আই-এর রাঁচির আঞ্চলিক কার্যালয়ের অতিরিক্ত ডিরেক্টার জেনারেল সুনীল প্রসাদ। উপস্থিত ছিলেন, দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর সুরেশ কুমার প্রসাদ দফতরের পদস্থ আধিকারিকরা। স্থানীয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন, পুরুলিয়ার পৌরপ্রধান শামিম দাদ খান, কাউন্সিলার বিভাস দাস-সহ জেলা প্রশাসনের বেশ

কয়েকজন কর্তা। এদিন কার্যত আধার নিয়ে একটি কর্মশালাই হয়ে যায় সংশ্লিষ্ট দফতরের তরফ থেকে। সেই সঙ্গে এদিন সম্বর্ধনা দেওয়া হয় অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত সঞ্জীবকে। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ফুল ও উপহার। নিজের আধার কার্ড পেয়ে দারুণ খুশি সঞ্জীব শুধু বলেন, তাঁর খুব ভালো লাগছে। সঞ্জীবের বাবা বৃন্দাবনবাবু বলেন, তিনমাস ধরে ছেলের আধার কার্ড করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু তা করা সম্ভব হচ্ছিল না। বাস্তবে চব্বিশ বছরের যুবক সঞ্জীবের একেবারে শিশুর মত চেহারাই সব থেকে বড় বাধা হয়ে গেছিল তাঁর আধার কার্ডের ক্ষেত্রে। আঙ্গুলের ছাপ নয়নের মণির মত বেশ কিছু জৈবিক বিষয় আধার কার্ড করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। সঞ্জীব যে রোগে আক্রান্ত তাতে জোরে শব্দ হলেও হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। শরীরের মূল কাঠামোই তার অত্যন্ত ভঙ্গুর। এজন্য কোন বিকাশ নেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। তাই এই সব প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এই সমস্যা নিয়ে তাঁরা আধারের উর্দ্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ইউ আই ডি আই-এর রাঁচির আঞ্চলিক কার্যালয়ের অতিরিক্ত ডিরক্টোর জেনারেল সুনীল প্রসাদ বলেন, সঞ্জীবের মতো যাঁদের সমস্যা রয়েছে তাঁদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করেন তাঁরা। এক্ষেত্রে আধারের মানের পরিবর্তন করা হয়। সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে কোন ঝঞ্ঝাটে পড়তে না হয় সেই প্রার্থীকে। আবেদনের অল্প সময়ের মধ্যে যাতে আধার কার্ড হাতে পাওয়া যায় তার জন্য দফতর সমানে কাজ করে চলেছে বলে জানান তিনি।

চিকিৎসকের অভাবে ধুঁকছে আকুই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ চিকিৎসকের অভাবে ধুঁকছে ইন্দাসের আকুই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা। তাই স্থানীয় বাসিন্দারা ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবিলম্বে স্থায়ীভাবে চিকিৎসক নিয়োগের দাবিতে সরব হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক আসা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। যার ফলে এলাকার প্রায় ৩০টি গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এবিষয়ে দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে বহুবার দরবার করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচী করা হয়েছে। তারপরেও স্থায়ীভাবে চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়নি। শুধু তাই নয়। ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিল্ডিং দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে গেছে। তারও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ইন্দাসের বি এম ও এইচ কৌশিক পান্ডা বলেন, গোটা জেলায় চিকিৎসকের সংকট রয়েছে। তাই এলাকার সবকটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসক দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ব্লক হাসপাতাল থেকে সপ্তাহে দু'দিন আকুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক পাঠানো হচ্ছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিল্ডিং সংস্কারের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। স্থানীয় ও স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ইন্দাসের আকুইয়ে বহু বছর ধরে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। স্থানীয় চাঁদগ্রাম, ত্রিশালন, চিকনাড়া, নাড়রা, আদিলপুর, গোবিন্দপুর প্রভৃতি প্রায় ৩০টি গ্রামের বাসিন্দারা চিকিৎসার বিষয়ে ওই কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। বর্ধমান জেলার বোঁয়াইচন্ডী এলাকার বাসিন্দারাও ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে আসেন। আগে চিকিৎসক নিয়মিত বসায় আউটডোরে রোজ রোগীদের লম্বা লাইন পড়ত। ইনডোরে ডেলিভারি থেকে শুরু করে অন্যান্য রোগীদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা করা হত। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসক আসা অনিয়মিত হওয়ায় তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল আউটডোর চলে। চিকিৎসকের অভাবে অধিকাংশ দিন কমপাউন্ডার রোগী দেখেন। সামান্য জ্বর সর্দির ওষুধ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে রোগীকে রেফার করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলতে থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিবেকানন্দ মাজিলা বলেন, আকুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগে নিয়মিত চিকিৎসক বসতেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই কোয়ার্টার রয়েছে। সেখানে চিকিৎসক ও কর্মীরা আবাসিক থাকতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আবাসিক না থাকলেও অন্য জায়গা থেকে চিকিৎসকরা নিয়মিত যাতায়াত করতেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক আসা প্রায় অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এবিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে শুরু করে স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এমনকি স্বাস্থ্যভবনেও চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাতেও কোনও সুরাহা হয়নি। স্থানীয় অপর এক বাসিন্দা পঙ্কজ মাজিলা বলেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোয়ার্টারগুলির ভগ্নদশা হয়েছে। শুধু তাই নয়। পুরানো হওয়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিল্ডিং বেহাল হয়ে গিয়েছে। স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিল্ডিং সংস্কারের জন্য একাধিকবার দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত ইন্দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মারামারির ঘটনা আবার প্রকাশ্যে এল। ইন্দাস ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আজ নতুন নয়। ইতিপূর্বেও এই ব্লকে শাসকদলের দুই গোষ্ঠী যথাক্রমে রবিউল গোষ্ঠী ও বিধায়ক গুরুপদ মেটে গোষ্ঠীর কর্মী সমর্থকদের মধ্যে হামেশায় মারামারি, খুনোখুনি, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে গেছে। সেই সব দিনের ঘটনার কথা আজ আর কারও অজানা নয়। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ইন্দাসে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এদিনের ঘটনা তারই প্রমাণ দিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার ইন্দাস ব্লকের করিশুন্ডা অঞ্চলের অন্তর্গত সকল প্রাইমারি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল গোবিন্দপুরের রায়দিঘি খেলারর মাঠে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এইদিন সকাল ১০টা থেকে প্রতিযোগিতায় শুরুও হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিযোগিতা চলাকালীন আনুমানিক দুপুর ১টা নাগাদ রবিউল গোষ্ঠীর কিছু লোক মোটরবাইকে এসে একটা ঝামেলার সৃষ্টি করে। তার ফলে সেখানে একটা বচসা শুরু হয় এবং বিধায়ক গোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে রবিউল গোষ্ঠীর লোকেদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তার সঙ্গে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু হয়ে যায়। এতে দুই গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন আহত হন। করিশুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুকুমার রুইদাস এবং উপপ্রধান বাপন নন্দীও এই ধস্তাধস্তিতে আহত হন। আহতদের ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনা ঘটার পর এলাকায় বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং পরিস্থিতির সামাল দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই দিন মারপিটের একটা ঘটনা ঘটেছে। দু'পক্ষের তরফ থেকেই লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত চলছে। তবে এলাকা এখন শান্ত। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রবিউল হোসেন জানান, ওখানে একটা প্রাইমারি স্পোর্টস হচ্ছিল। করিশুন্ডা অঞ্চলের প্রধান একটি নিরীহ ছেলেকে প্রথমে মারধর করে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিনের এই ঘটনাটি ঘটে গেছে। বিধায়ক গুরুপদ মেটে জানান, আমি এখন বাইরে আছি। ঘটনার বিষয়ে জানা নেই। তবে ইন্দাসে গিয়ে খোঁজ নেব।

ক্রসিংয়ে গেট বিকলঃ ব্যাহত যান চলাচল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য সঠিক সময়ে রেল ক্রসিংয়ের গেট না খোলায় প্রায় একঘন্টা ধরে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হল পুরুলিয়ার-বরাকর রাজ্যসড়কে। জানা গেছে, বুধবার দুপুর ১ টা নাগাদ দক্ষিণপূর্ব রেলের আদ্রা - গোমো শাখার সাঁকা রেলস্টেশনের পূর্বপ্রান্তে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের উপর থাকা রেল লেবেল ক্রসিংয়ের গেটটি ট্রেন চলে যাওয়ার পরেও যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আটকে যায়। যার ফলে সময়মতো গেটটি না খোলায় বিপত্তি দেখা দেয়। ব্যস্ততম ও গুরুত্বপূর্ণ ওই সড়কে আটকে পড়ে প্রচুর যানবাহন। অনেক চেষ্টার করেও গেট না খোলায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যানবাহনের যাত্রীরা। শেষে বাসের যাত্রী এবং রেলকর্মীদের প্রায় ৪৫ মিনিটের চেষ্টায় অব্যাহতি মেলে। গেটের লোহার বার্ড-এর নাটবোল্ট খুলে টুকরো টুকরো করে নামিয়ে আনার পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয় ওই রাস্তায়। কেন এই ধরনের বিপত্তি ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে রেলের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা।

অবশেষে দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসনিক দপ্তরের নতুন ভবনের কাজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। এতদিন আড্ডা-র প্রশাসনিক কাজকর্ম চলত ভাড়া বাড়িতে। নানান অসুবিধার মধ্যে কাজ করে আসা দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসনিক দপ্তরের কর্মীরা এবার নতুন ঝাঁ চকচকে দপ্তর পেতে চলেছেন। একসময় এই দপ্তরেই কর্মরত আমলা বর্তমান মেয়র দিলীপ অগস্তি। আজ তিনি উচ্ছ্বসিত। আর তার উচ্ছ্বাসটা স্বভাবতই একটু বেশী ছিল সোমবার। তার সাথে উচ্ছ্বসিত আজকের এই শুভারম্ভের সাক্ষী, দপ্তরের কর্মীরাও। মহকুমা প্রশাসক শঙ্খ সাঁতরার উদ্যোগে ও এডিডিএ-র রূপায়ণে তৈরী হতে চলেছে এই প্রশাসনিক ভবন। যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি বছরের গত ৭ এপ্রিল যেদিন বর্ধমান পশ্চিম নতুন জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল, সেদিনই আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ড থেকে এই ভবনের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ তারই আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হল। উপস্থিত ছিলেন, এডিডিএ-র চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, সিইও এস অরুণ কুমার, মহানাগরিক দিলীপ অগস্তি ও মহকুমাশাসক শঙ্খ সাঁতরা। নারকেল ফাটিয়ে শুভারম্ভ করেন অতিথিবর্গ।

আইটি হাবের তোড়জোড় শুরু, জমি অধিগ্রহণ নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান শহরের আইটি হাব তৈরী করবে রাজ্য সরকার, এনিয়ে একটি প্রাথমিক তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। যে জমি চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে সেইসব জমিদাতারা কতটুকু এগিয়ে আসবেন এই প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের কাছে। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা আলোচনা করেছেন এর আগেও বর্ধমান শহরে মিষ্টি হাব তৈরী নিয়ে জমি দেওয়ার বিষয়ে চাষিরা রাজী ছিলেন না। এর ফলে মিষ্টি হাবকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। তাই আজও এই জন্য আইটি হাব তৈরী করতে জমি দিতে কতটুকু চাষিরা আগ্রহী হবেন এই প্রশ্নই এখন বড় আকার ধারণ করেছে। জানা গেছে যে, বর্ধমান শহরের উল্লাস মোড়ের কাছে এই আইটি হাব হওয়ার প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয়েছে। আরও জানা গেছে যে, প্রস্তাবিত আই টি হাব-এর জন্য বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের হাতে থাকা জমি চিহ্নিত করেছেন জেলা প্রশাসন। বর্ধমানে আই টি হাব তৈরী করতে রাজ্য সরকার যথেষ্টভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্ধমানের উল্লাস মোড়ের অনাময় হাসপাতলের পিছনে পলাশডাঙ্গা বিডিও-র হাতে থাকে অধিকৃত জমি চিহ্নিত করে ওই জমিতে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে যে, রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব তথ্য প্রযুক্তি শিল্প দফতরের আধিকারিক দেবাশিস সেন পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক অনুরাগী বাস্তবকে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বর্ধমানের আই টি হাব তৈরী করতে ইচ্ছুক আছে রাজ্য সরকার। সেই জন্য দপ্তরের দুই থেকে আড়াই একর জমি প্রয়োজন। বুধবার পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক জানিয়েছেন যে, বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের হাতে বেশ কিছু জমি রয়েছে তা জানার পরেই বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে জমি চিহ্নিতকরণ করতে বলা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গেছে, ২০০২ সালে উল্লাস মোড়ের কাছে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের হাতে থাকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে লাগোয়া একটি জমি চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। বর্ধমান উন্নয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী আধিকারিক নবীর চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আমরা জমি চিহ্নিত করে বোর্ড বসিয়েছি। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে নির্দেশ আসার পরেই জমি ঘেরার কাজ শুরু হবে। বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদ সূত্রে আরও জানা গেছে, ২০১২-১৩ সালের আর্থিক বর্ষে তৎকালীন মন্ত্রী তথা বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আইটি হাব করতে চেয়ে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এটি তৈরী করতে চেয়ে রাজ্য সরকার চিঠি দিয়েছে এবং যথেষ্টভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আসানসোলের পর বর্ধমানে এই ধরনের আই টি হাব করতে চাইছে রাজ্য সরকার। তবে বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদ সূত্রে আরও জানা গেছে, অধিকৃত জমির মালিকদের একাংশ জমির দাম নিয়ে খুশি ছিলেন না, ২০০২ সালের জমির দাম নিয়ে একটি সমস্যা তৈরী হয়েছিল। তাই এবারেও আই টি হাব তৈরী করতে ধীরগতিতে এগোতে চাইছে প্রশাসন। জমিদাতারা আদৌ কতটুকু আগ্রহী হয়ে উঠবে এটা এখন প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসনের কাছে। তবে জেলাশাসক অনুরাগ বাস্তব জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সরকারি নিয়ম মেনেই জমি অধিগ্রহণ করা হবে জমি নিয়ে চাহিদা যাতে বাধা না দেয় সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে জমি অধিগ্রহণের পথে এগোনা হবে। জমির মালিকেরা যাতে কোনওরকম ক্ষতির সম্মুখীন না হন এটাই রাজ্য সরকারের নির্দেশ ও চিন্তাভাবনা। তাই চাষিদের সাথে কথা বলেই জমি অধিগ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনষ্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ